

ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০: যুদ্ধ অর্থনীতি- রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র-মহামারি সংকট*

মূল: জেগার্স ডব্লিউ কোলদকো**

অনুবাদ: সুভাস কুমার সেনগুপ্ত***

সারসংক্ষেপ করোনা ভাইরাস মহামারি সৃষ্ট সংকট সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে মানুষের জীবনযাত্রার মান রক্ষা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ও সেবা কার্যক্রম টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে অপ্রচলিত ব্যবস্থা গ্রহণে প্রণোদিত করেছে। আগ্রাসীভাবে অর্থের জোগান বাড়ানোর নীতি অনুসরণের ফলে বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রক্রিয়াগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর প্রভাব কতটুকু তা বিবেচনা করা এবং অর্থনৈতিক নীতিসম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সূচকগুলোর তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যেই বেশি, কেননা, এটি আংশিকভাবে অবদমিত। সাধারণ দামে স্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয় না। আমরা ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি—একই সাথে মুদ্রাস্ফীতি এবং ঘাটতিসহ অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছি। যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে, ১.০ এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে ২.০ এর সাথে মুদ্রাস্ফীতি অবদমনের এই বর্তমান ঘটনা, ৩.০ এর সাথে তুলনা করা পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয়। এ ধরনের তুলনা শুধু এসব প্রক্রিয়ার সাদৃশ্যই নয় বরং, বিভিন্ন পরিবার ও ব্যবসার সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াগুলোর পার্থক্যও তুলে ধরে। এই নিবন্ধে অতিরিক্ত সঞ্চয় অবমুক্তির পাঁচটি প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা মহামারি পরবর্তী ভবিষ্যতে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা দেবে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কে স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয়ে রূপান্তরের জন্য উদ্যোগী হওয়া এবং সেইসাথে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুদ্রার মজুদকে কার্যকর চাহিদায় পরিণত করতে নতুন সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার ও বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

* মূল প্রবন্ধটি ইংরেজি ভাষায় রচিত, যা অধ্যাপক জেগার্স ডব্লিউ কোলদকো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমিতে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন। — সম্পাদক

** অধ্যাপক, রাজনৈতিক অর্থনীতি; প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী, পোল্যান্ড; ফোন: +৪৮ ২২ ৫১৯ ২১ ০৭, ই-মেইল: kolodko@tiger.edu.pl

*** অধ্যাপক, সিনিয়র রিসার্চ কনসালটেন্ট, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি); ফোন: ০১৮২৫ ০৪২০২৯, ই-মেইল: subassengupta@gmail.com

মূল শব্দ অবাধ মুদ্রাস্ফীতি, অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি, অর্থ সরবরাহ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, মহামারি, জেইএল শ্রেণিবিন্যাস সূচি: সি২০, ডি১৪, ই২১, জি৪০, পি২২, পি৫১

ভূমিকা

আমরা কি মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রক্রিয়াগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য তুরণের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি? যদিও কেউ কেউ এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অথবা পরবর্তী বিপর্যয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; অন্যরা এর বিপরীতে, দাম বৃদ্ধির ন্যূনতম পূর্বাভাস দেওয়ার প্রতিবোধিতায় নামেন। দুটি ভিন্ন মতামতের কারণে সব ক্ষেত্রে যেমনটি হয়, তেমনি এই সময়েও প্রথমে বিতর্কের বিষয়টি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং বিতর্কের কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলোর সঠিক সংজ্ঞায়ন প্রয়োজন। কখনো কখনো এমনও হয়—একই ঘটনা ও একই রকম ধারণা বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্য সময়ে একই ঘটনা ও উন্নয়নকে অভিহিত করা হয় ভিন্ন আঙ্গিকে, যা অনেক বিভ্রান্তি তৈরি করে। এতে, শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রেও ভুল প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

বৈশ্বিক মহামারির প্রেক্ষাপটে মুদ্রাস্ফীতি পরিষ্কৃতির সম্ভাব্য বিবর্তনের উত্তর খুঁজতে গিয়ে, যা আসলেই মানবিক; কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সেক্ষেত্রে পুরো বিষয়টি সঠিক অনুধাবনের জন্য প্রথমে মুদ্রাস্ফীতির যথাযথ শ্রেণি বিন্যাস প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি, তা যতটা আর্থিক, ততটাই সামাজিক প্রকৃতির—যা উভয়ই একদিকে রাজনীতির ওপর নির্ভর করে, অন্যদিকে রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু একই সাথে ব্যক্তিক অর্থনৈতিক সত্তার সিদ্ধান্ত—পরিবার এবং যেকোনো ধরনের ব্যবসার সিদ্ধান্তের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

সমকালীন মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণগুলো যদিও ইতিহাসে অনন্য, এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে সম্পর্কে রাষ্ট্র, সমাজ এবং অর্থনীতিগুলো ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। অতএব, এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, তা থেকে কীভাবে, কখন, কোনটি করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন রূপ

মুদ্রা সংকোচনের কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে—একটি বিপরীত প্রক্রিয়া—মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়। আর্জেন্টিনা এবং তুরস্কের মতো দেশগুলো ছাড়া, যেখানে ২০২১ সালে ভোজ্য দাম সূচক বা কনজুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) যথাক্রমে প্রায় ৪৩ এবং ১২ শতাংশ হবে বলে ইকোনমিস্ট ইন্সটিটিউট ইউনিট (ইআইইউ) পূর্বাভাস দিয়েছে, সেখানে কার্যত অর্থনীতির জন্য বাস্তবে ক্ষতিকর নয় এমন স্তরে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। এটি মৃদু মুদ্রাস্ফীতি। স্বভাবতই, ‘গেলোপিং ইনফ্লেশন’ বা দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান মুদ্রাস্ফীতি, এমনকি ‘হাইপারইনফ্লেশন’ বা অতি মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ভেনিজুয়েলা (ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সিপিআই প্রায় ২৯৬০ শতাংশ) এবং জিম্বাবুয়ে (যথাক্রমে, প্রায় ৩৫০ শতাংশ)।

অধিকাংশ অর্থনীতিতে, সার্স-কোভ-২ এর মহামারি সংকটের কারণে অনেক রাষ্ট্রের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শক্তিকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রচলন করেছে। সেগুলো যদিও সচরাচর

ব্যবহৃত কাগজি মুদ্রা নয়, তবু এটি এখনো ‘ছাপানো মুদ্রা’ হিসেবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিচিত। সুতরাং, যদি দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃত জোগান ছাড়াই প্রচুর অর্থ ‘ছাপানো’ হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন হলো, এতে মুদ্রাস্ফীতি কেন ত্বরান্বিত হয়নি? বিপরীতে, অন্যরা বিশ্বাস করে—কয়েক মাস আগের তুলনায় এটি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে: “অনিবার্য ঘটনা শুরু হয়েছে। মার্চ মাসে আমেরিকার ভোজ্য দাম সূচক (সিপিআই) এক বছর আগের তুলনায় ২.৬ শতাংশ বেশি ছিল, যখন মহামারি শুরু হওয়ার সাথে সাথে দামগুলো আকস্মিকভাবে কমে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে ১.৭ শতাংশ থেকে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি ছিল ২০০৯ সালের পরে সবচেয়ে বড় উত্থান, শেষবারের মতো অর্থনীতি গভীর আঘাত সামলে নিয়ে ফিরে এসেছিল যথাস্থানে। মে মাসের মধ্যে সিপিআই ৩.৫ শতাংশের উপরে পৌঁছতে পারে” (ইকোনমিস্ট ২০২১বি)। এই পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো—বিবৃতিটি ধনী দেশগুলোর জন্য নির্দিষ্ট মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আমাদের মনে রাখা উচিত, সেখানে বসবাসকারী এক-সপ্তমাংশ মানুষ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের সমগ্র উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকেরও কম উৎপাদন করছে।

মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যেই বেড়েছে, এ ছাড়া আমরা আংশিক অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছি। অর্থের বাড়তি জোগান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলন থেকে অনেকাংশেই প্রত্যাহার করা হয়েছে এই অর্থে যে, মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থনীতির অঙ্গগুলোকে অবরুদ্ধ করার কারণে এটি বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসেবে নিশ্চল হয়ে গেছে। সর্বোপরি, এটি একটি ক্রান্তিকালীন অবস্থা এবং শেষ অবধি এসব তহবিল পাঁচটি প্রণালির মাধ্যমে নিজস্ব পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারবে:

১. কার্যকর চাহিদা বাড়বে এবং তা উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে,
২. আমদানি বৃদ্ধির ফলে জোগান বাড়বে, তবে লেনদেনের ভারসাম্যের অবনতি ঘটবে,
৩. বেচাপ্রসূত সঞ্চয় বাড়বে,
৪. শেয়ার ও রিয়েল এস্টেটসহ পণ্য ও সম্পদের দাম বাড়বে,
৫. মুদ্রাস্ফীতির ফলে দাম বাড়বে।

এগুলোর অনুপাত আগে থেকে আমাদের জানা নেই, তবে সমস্যাটি যে প্রাসঙ্গিক সেটা ঠিক। উদাহরণস্বরূপ আগে থেকেই লেনদেনের উত্ত্ব বা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রয়েছে এমন দেশগুলোর পক্ষে দ্বিতীয় প্রণালি ব্যবহার করা সহজ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানি ও রাশিয়া একটি ভালো অবস্থানে রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের অবস্থা সে তুলনায় সঙ্গীন। তবে, আমরা জানি, যেকোনো অবস্থায়, প্রথম ও তৃতীয় প্রণালীর আকারগুলো বাড়ানো প্রয়োজন।

মহামারির ব্যতিক্রমী ধরননির্বিশেষে অনেক দেশেই সামগ্রিক সঞ্চয় হারের দীর্ঘমেয়াদি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে যদি সঞ্চয়ের হার কম হয়, যেমনটি সমাজতন্ত্র-উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বাড়তি সঞ্চয় প্রবণতা, ব্যয়যোগ্য আয়ের ক্রমবর্ধমান অনুপাতকে আলাদাভাবে রাখার জন্য, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সম্ভাবনা, জনগণের বার্ষিক্য এবং ভোগের ধরন পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসারে মুদ্রাস্ফীতি হলো সাধারণ দাম স্তরের বৃদ্ধি। উদারীকৃত বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বাড়লে বুঝতে হবে দাম স্তর বেড়েছে (ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি); অথবা অতিরিক্ত চাহিদার কারণে দাম বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে (চাহিদা-প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি)। অর্থনৈতিক বাস্তবতায়, এ দুটি রূপ সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও সমভাবে নয়। পরিবারের জন্য এটি আসলে কোনো বিষয় নয়; দাম বাড়ছে, তাই জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। আর সে কারণেই আমরা মুদ্রাস্ফীতি পছন্দ করি না। কিন্তু কেন দাম বাড়ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন অন্যদের কাছে—অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদের কাছে।

আমরা মুদ্রাস্ফীতি পছন্দ করি না কেননা, এটি সাধারণ দাম স্তরের বৃদ্ধি, যেখানে এই বৃদ্ধির গড় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার দামগুলোর বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের ফল। বর্তমানে, মহামারির পর চাহিদা এবং সরবরাহ অভিঘাতের কারণে এই বৈচিত্র্য অস্বাভাবিক বেশি এবং প্রসঙ্গত বিরক্তিকর। উদাহরণস্বরূপ, পোল্যান্ডে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (জিইউএস) সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ দাম স্তর সামান্য বেড়েছে— ২.৪ শতাংশ, গত বছর, ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯, এবং ৩.৪ শতাংশ, বার্ষিক গড়গুলোর সম্পর্ক বিবেচনা সাপেক্ষে। তবে এসব সূচক থেকে বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৫১.১ শতাংশ ও ফলের ক্ষেত্রে ১৭.৬ শতাংশ দাম বৃদ্ধি এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামের দাম ১০.৯ শতাংশ বা পোশাকের দাম ৩.০ শতাংশ কমে যাওয়ার কারণে এ ধরনের বড় ধরনের পার্থক্যগুলো ধরা পড়ে না। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের দামের ওঠানামার প্রসারণ, তাদের বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটির তুলনায় গড়ের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত থাকে, এর ফলে আয়ের পুনর্বন্টন হয় অনেক বেশি পরিমাণে; এটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অযৌক্তিক; কেননা তা শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন থেকে উৎসারিত নয়।

নামিক আয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের স্তর ব্যয়ের কাঠামো এবং সেইসাথে মুদ্রাস্ফীতির সংশ্লিষ্ট তীব্রতা নির্ধারণ করে। যদি, ধরা যাক, পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের নিট আয় পিএলএন ১০ হাজার, তাহলে তারা মাথাপিছু ২ হাজার থেকে অর্ধেকেরও বেশি খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। পোল্যান্ডে খাদ্যের দাম গড়ে ৫ শতাংশ বেড়েছে (বছর বছর), যা সার্বিক ভোজ্য দাম সূচকের তুলনায় অর্ধেক বেশি। যখন তিনজনের একটি পরিবারের কাছে পিএলএন ৪০ হাজার থাকে, তখন তারা খাদ্যের জন্য পিএলএন ১০ হাজার খরচ করে, এভাবে রুটির দাম ৮.১ বা মাংসজাত সামগ্রী ৯.৫ শতাংশ বাড়লে তারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্রব্য সেবার নিজস্ব দামের গতিশীলতায় এ ধরনের পার্থক্যের কারণে জনসাধারণের ধারণায় মুদ্রাস্ফীতি প্রকৃতপক্ষে যা হবে তার চেয়ে হিসাব করা হয় অনেক বেশি। আমরা এর সঠিক স্তরটি জানি না, তবে কয়েকটি দেশে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি নিশ্চিতভাবে প্রদর্শিত সরকারি সূচকগুলোর তুলনায় বেশি।

মহামারি ব্যয় এবং ভোগের কাঠামো মূলত বদলে দিয়েছে এবং যেসব সামগ্রী আমরা এখন বেশি পরিমাণে কিনছি সেগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে আরও বেড়েছে। তবে এর বিপরীত প্রবণতাগুলোও লক্ষণীয়। বিশেষ করে, যেসব ডিজিটাল সেবার ক্রয় বাড়ছে সেগুলোর দাম কমে গেছে। পারিবারিক বাজেটগুলোর পরিসংখ্যানিক জরিপে ব্যবহৃত বাজারে কেনাকাটার বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, এসব পরিবর্তনের ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ে (রেনসডর্ফ ২০২০)। এ ছাড়া পরিবারের কেনা পণ্য ও পরিষেবার খুচরা মূল্যের সরকারিভাবে নিরূপিত সূচকে রিয়েল এস্টেট, বিশেষ করে আবাসনের ক্রমবর্ধমান দাম বিবেচনায় নেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ ২০২০ সালে পোল্যান্ডে, এগুলো গড়ে ৮.৯ শতাংশ বেশি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে, এর মধ্যে প্রাথমিক বাজারে ৬ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বাজারে প্রায় দ্বিগুণ—১১.২ শতাংশ।

তবু, মানুষ অনুভূতিহীন বিশ্লেষক নয়। তারা গড় হিসাব করে না এবং শেয়ার ও ওজন অনুমান করে না, কিন্তু সহজেই তাদের নিজ থেকে খণ্ডিত তথ্য মেনে নেয়, একেবারেই পেশাদার পর্যবেক্ষণ নয়, কিন্তু— প্রায়ই গণমাধ্যমের পণ্ডিতদের বিভ্রান্তিকর পরামর্শকে গুরুত্ব দেয়। মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি এমনই: কোনো ব্যক্তি যিনি একজন কেশবিন্যাসকারীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তিনি বলেন, “সবকিছুই অনেক বেশি ব্যয়বহুল হচ্ছে, কয়েক শতাংশ!” (পোল্যান্ডে ২০২০ সালে কেশবিন্যাস এবং বিউটি সার্ভিসের দাম গড়ে ১১.১ শতাংশ বেড়েছে); কিন্তু গ্যাস স্টেশন থেকে বের হওয়ার সময় একই ব্যক্তি দাবি করেন না যে

“সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে, ১০ শতাংশের বেশি!” (জ্বালানির দাম ১০.৭ শতাংশ কমেছে) এই বিষয়গত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এটি মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাগুলো শক্তিশালী করে। যেহেতু জনসাধারণের ধারণা—“সবকিছুই অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে” একটি বড় মাত্রায়, তাহলে বাস্তব বিশ্বে এটি আরও বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে; কারণ, দামগুলো প্রত্যাশার সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ছাড়া, যদি জীবনযাত্রার খরচ বাড়তে থাকে, কর্মচারীদের এর ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন হয় বা এমনকি ক্ষতিপূরণ দাবিও করতে পারে, অর্থাৎ মজুরি ও সুবিধা বাড়তে হয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত; সরকারের মতে দাম যতটা বাড়ে ততটা নয়, বরং যতটা ‘সত্যিই’ বাড়ে। শ্রমবাজারের কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকের ঘাটতি হলে এই ধরনের মজুরি বৃদ্ধি তত বেশি কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। এতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ আরও বাড়তে এবং আরও খারাপ হতে পারে, সেইসাথে মজুরি (সেজন্য খরচও) এবং পণ্য ও সেবার দাম বাড়ে। অতএব, মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাগুলো যাতে স্তিমিত হয়, সে জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া ও বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ।

মুদ্রাস্ফীতি দমন

সমস্যার এখানেই শেষ নয়, কোনোভাবেই। যদি তা-ই হতো, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলা করা এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জটিল হবে না। দুর্ভাগ্যবশত, এর কারণ আমরা আবারও শুধু দাম মুদ্রাস্ফীতি (যাকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতিও বলা হয়) নিয়ে আলোচনা করছি না, বরং সেইসাথে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি যাকে প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়, তা নিয়েও আলোচনা করছি। এই দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রাস্ফীতি অতীত থেকে পরিচিত (চার্লসওয়ার্থ ১৯৫০; কোলদকো ১৯৮৪)। পশ্চিমের ধনী দেশগুলোতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। এসব দেশের সরকার প্রশাসনিক, রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে দাম নির্ধারণ করলেও জোগান ও চাহিদার মধ্যে তা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনি, সেইসাথে নেওয়া হয়েছিল বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পদক্ষেপ, যা সামরিক উদ্যোগগুলোতে অর্থায়ন করেছিল। জনসাধারণের কাছে এগুলো ছিল অনভিপ্রেত আর্থিক সম্পদের নামান্তর; তারা তাদের ব্যয়যোগ্য আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করেছিল, এ কারণে নয় যে, তারা ওই সঞ্চয় করতে চেয়েছে, বরং বাজারে অবাধে বিক্রয়যোগ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের অভাবে তারা সঞ্চয়ে বাধ্য হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কফি থেকে জুতা পর্যন্ত প্রায় সবকিছুই রেশনের আওতাধীন ছিল। শিল্পকে সামরিক উৎপাদনে ব্যবহারের কারণে সাইকেল বা রেফ্রিজারেটরের মতো ভোগ্যপণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে, ১৯৪৩ সালে কেবল ১৩৯টি যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়েছিল (ইকোনমিস্ট ২০২১এ)।

যুদ্ধ যখন শেষ হলো—সাধারণ মন্দা সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে ব্যাগিচারেরও ভূমিকা ছিল, সে সময় ভোক্তা খাতে শিল্প এবং পরিষেবাগুলোর বোচাকেনা যথেষ্ট বেড়েছিল। এর কারণ, বিপুলসংখ্যক পরিবার তাদের পূর্বের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় নিয়ে বাজারে ছুটে এসেছিল। যুদ্ধের পাঁচ বছর পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আট মিলিয়নেরও বেশি গাড়ি উৎপাদিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে উপায়ে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি থেকে উদ্ধার পেয়েছিল তা অনুকরণীয়। তারা ধ্বংসাত্মক অতিমুদ্রাস্ফীতি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল পর্যাপ্ত (সারণি ১)।

সারণি ১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও খেট ব্রিটেনে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির হার, ১৯৪৬-১৯৪৯

(শতাংশে)

বছর		১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	জিডিপি	-১১,৬	-১,১	৪,৮	-০,৬
	সিপিআই	১৮,১	৮,৮	৩,০	-২,১
যুক্তরাজ্য	জিডিপি	-২,৫	- ১,৩	৩,২	৩,৩
	সিপিআই	৩,১	৭,০	৭,৭	২,৮

উৎস: যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে: (ইউএস জিডিপি ২০২১) এবং (ইউএস ইনফ্লেশন ২০২১); যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে: (মেজারিং ওয়ার্থ ২০২১) এবং (হিস্টোরিক্যাল ইউকে ২০২১)

এটি মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেক দেশ অতি মুদ্রাস্ফীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল; এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি তাদের অর্থনীতির জন্য ছিল ধ্বংসাত্মক (লোপেজ ও অন্যান্য, ২০১৮)। এই সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আটলান্টিকের উভয় প্রান্তে (কিন্তু সবকটি ইউরোপ মহাদেশীয় দেশগুলোতে নয়, যেখানে উদাহরণস্বরূপ হাঙ্গেরি ইতিহাসের সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কথা জানিয়েছে; ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি ১৫ ঘণ্টায় দাম দ্বিগুণ হয়েছে, প্রতিদিন বেড়েছে ২০০ শতাংশেরও বেশি!), অতৃপ্ত চাহিদার অংশ বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতের মাধ্যমে সৃষ্ট সঞ্চয় বর্তমান আয়ে থেকে উৎসারিত অতিরিক্ত চাহিদার প্রবাহে পরিণত হয়েছিল (পয়েশ ১৯৫৩)। অর্থনীতির জন্য এটি এক বিরাট উদ্দীপনা, যা বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার দ্রুত বাড়িয়েছিল, একইসাথে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে নতুন সক্ষমতা তৈরি করে এবং শিল্পের অংশবিশেষ খণ্ড খণ্ড উৎপাদনে রূপান্তরকরণে সহায়ক হয়। সেনাবাহিনীকে ট্যাঙ্ক দেওয়ার পরিবর্তে কৃষকদের কাছে ট্রাক্টর বিক্রি করা হয়েছিল; সৈন্যদের বন্দুক দেওয়ার পরিবর্তে সাংবাদিকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল টাইপরাইটার; জাহাজ ব্যবহার করে সেনাবাহিনীকে ইউরোপে পরিবহনের পরিবর্তে যাত্রীবাহী জাহাজ পর্যটকদের বহন করতে শুরু করেছিল।

ঐসব অভিজ্ঞতার পরে—আমরা তাদের অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ বলে অভিহিত করতে পারি—স্বল্পস্থায়ী এবং বরং দাম এবং মজুরির নিশ্চল হয়ে যাওয়ার ব্যর্থ ঘটনাগুলোর প্রসঙ্গ বাদ দিলে অতি উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলোতে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা অজানা ছিল, অথচ যেখানে তারা প্রায়ই উচ্চ দাম মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কখনো কখনো এর সাথে দেখা যেতো ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং কম উৎপাদন বৃদ্ধির দুর্বিষহ অবস্থা। এটি ছিল তথাকথিত স্ট্যাগফ্লেশন (ব্রাইডার ১৯৭৯) বা নিশ্চলতার স্ফীতি (অধিক বেকারত্ব ও অধিক মুদ্রাস্ফীতির সমন্বিত অবস্থা), এবং চরম অবস্থায়, দাম বৃদ্ধির সাথে কমে আসতো উৎপাদন, সেই অবস্থাকে বলা হয় স্ট্যাগফ্লেশন বা অতি মন্দাস্ফীতি। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় ব্যর্থতা, যখন ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার সূচক ছিল ১৩.৩ শতাংশ, এবং এক বছর পরে যুক্তরাজ্যে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছিল, রোনাল্ড রিগান এবং মার্গারেট থ্যাচারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার অন্যতম কারণ।

অন্যদিকে, ক্যানসারের মতোই অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল (কোলদকো ১৯৮৬; নাটি ১৯৮৬)। আমরা এটিকে ২.০ হিসেবে চিহ্নিত করব। স্বাভাবিকভাবেই, এর মাত্রায় পার্থক্য ঘটেছে। এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থনৈতিক

ভারসাম্যহীনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, দামের স্তরের পরিবর্তন বা প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতির সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল (হাওয়ার্ড ১৯৭৬; পোর্টস ১৯৭৭; স্টেইনার ১৯৮২)। এটি ব্যাপকভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে, সরকারি তথ্যের তুলনায় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির হার ১-২ শতাংশ পর্যন্ত বেশি (এডরিং ১৯৮৩; উইলস ১৯৮২)।

এটি সত্য, কিছুটা হলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি গোপন রেখে চিরাচরিত মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি সফলভাবে আড়ালে রাখা হয়েছিল—এটি ছিল বাজার অর্থনীতির যুক্তির বিরুদ্ধে, যার সাথে সেই সময়ের কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির সাদৃশ্য ছিল সামান্যই—কিন্তু এটি ছিল বালিতে একটি উটপাখির মাথা গাঁজার মতো। সরকার এবং সরকারি অর্থনীতি, যা উপলব্ধি করতে চায়নি—সেটি বাস্তবে দেখা গেছে—অথবা বরং, ভোগ্যপণ্যের তীব্র ঘাটতি হিসেবে প্রত্যেক গৃহিণী এবং একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রত্যেক ক্রয়কর্মকর্তা অনুভব করেছেন।

পরবর্তী সময়ে আমলাতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিগুলোতে মুদ্রাস্ফীতির জটিলতা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছিল। নিগসন্দেহে, জোনাস কর্নাইয়ের গবেষণাগুলো ছিল (১৯৮০, ১৯৮২, এবং ১৯৮৬) এ বিষয়ে একাডেমিক আলোচনার জন্য অপরিহার্য। ১৯৮০ এর দশকে, পৌড়া রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দেশগুলোতে, পূর্বকার চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে কম অনুভূত হয়েছিল, যখন পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে বাজারমুখী সংস্কার প্রবর্তনকারী অর্থনীতিগুলোতে এবং বিশেষ করে, যুগোস্লাভিয়ায় যেখানে অর্থনৈতিক শাসনের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মাত্রার বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল সেখানে মুদ্রাস্ফীতি অনুভূত হয়েছিল বেশি। এ সত্ত্বেও আরও মন্দ বিষয় হলো, যেসব অসঙ্গতিপূর্ণ সংস্কার বাণিজ্যকে শুধু আংশিকভাবে উদার করেছে কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজনে পর্যাপ্ত কঠোর বাজেট সীমাবদ্ধতা এবং পদ্ধতিগত বাধা প্রবর্তন করেনি, সেক্ষেত্রে অর্থনীতির সরবরাহের দিকের সক্ষমতার (আমদানিসহ) মাধ্যমে ভারসাম্য বাজায় রাখা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় পণ্যের অভাবের সাথে দাম বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল। এই লক্ষণকে বলা হয় 'শর্টেজফ্রেশন' বা ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি (কোলদকো, ম্যাকম্যাহন ১৯৮৭); জিনিসপত্র আরও বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠছিল, সেগুলো সবসময় কেনা সম্ভব ছিল না। এটি ছিল দামের তীব্রতা বৃদ্ধি, এবং এতে ব্যবসায়িক দক্ষতার অবনতি ঘটছিল এবং বাড়ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিরক্তি; এটি ছিল ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতনের অন্যতম কারণ।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে (হিক্স ১৯৪৭) অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ থেকে পুনরুদ্ধারের তুলনায়, সমাজতন্ত্র-উত্তর ব্যবস্থার রূপান্তরকালে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ থেকে পুনরুদ্ধার ছিল দুর্দশাজনক (কোলদকো ১৯৯১; মাভেল ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬; নাটি ২০১৮বি)। অনেকেংশে, এটি ছিল নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক মতবাদের (হার্ভে ২০০৫; কোলদকো ২০০০) চাপের কাছে নতিস্বীকারের পরিণতি, যা দুর্ভাগ্যক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং পূর্ব ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সমাজের জন্য ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এ ছাড়া, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দেশগুলোতে বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক নীতি এবং সংস্কারের দিকনির্দেশনাকে প্রভাবিত করে (নাটি ১৯৯০; পডকামিনার ১৯৯২; রোজাতি ১৯৯১)। এর ফলে, তথাকথিত রূপান্তরযোগ্য গভীর মন্দা পোল্যান্ডে ৩ বছর থেকে রাশিয়ায় ১০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, যেখানে জিডিপি স্তর নেমে এসেছিল অর্ধেকেরও বেশি।

পোল্যান্ডে, ১৯৮৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯৯২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। জিইউএস-এর সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে জিডিপি যথাক্রমে ১১.৬ ও ৭.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এটি উল্লেখ্য যে, এই ধরনের অস্থির সময়ের জন্য নিরূপিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাত্ত—উৎপাদন ও দামের গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত বলে অনুমান করা হয়েছে এবং সে কারণেই তা অবশ্যই যথাযথ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত; পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে, যদিও, তা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ইতিবাচকভাবে যাচাই করেছিল। মন্দার গভীরতা কমানোর ক্ষেত্রে এটি কোনোভাবেই বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রচেষ্টা থেকে তথাকথিত শক থেরাপির ক্ষমাপ্রার্থীদের বিরত করতে পারেনি (উইনিকি ১৯৯১)। তবে অন্যান্য লেখক নির্দেশ করেছেন যে, মন্দা আরও গভীর ছিল, কারণ জিইউএসের পরবর্তী হিসাব অনুসারে, ১৯৯০-১৯৯১ সালে জিডিপি প্রায় ২৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল। (জাকুবোভিচ ২০২০)। অন্য কথায়, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ লক্ষণের দুই বছর পর, জাতীয় আয় ছিল পঞ্চমতম কম এবং দাম প্রায় ১২ গুণ বেশি! (সারণি ২)।

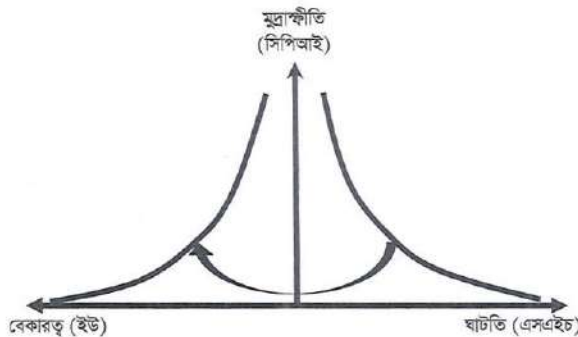
সারণি ২: পোল্যান্ডে সাময়িক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির হার, ১৯৯০-১৯৯১ (শতাংশে)

	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২ (১৯৮৯=১০০)
জিডিপি			
সরকারি উপাত্ত	-১১.৬	-৭.০	৮২.২
বিকল্প হিসাব	-১৩.৮	-১০.৩	৭৭.৩
সিপিআই	৫৮৫.৮	৭০.৩	১১৬৭.৯

উৎস: পোল্যান্ডের স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক (জিইউএস ২০২১এ)। বিকল্প হিসাব (জাকুবোভিচ ২০২০)।

বস্তুতপক্ষে, পোল্যান্ডে, কর্মসূচিসংক্রান্ত ভুল অনুমান এবং স্থিতায়ন প্যাকেজের ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ থেকে স্ট্যাগফ্লেশন বা নিশ্চলতার স্ফীতি (অধিক বেকারত্ব ও অধিক মুদ্রাস্ফীতির সমন্বিত অবস্থা) এবং এমনকি মন্দাজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে অর্থনীতির উত্তরণ ঘটেছে। ১৯৮৯ এবং ১৯৯০-১৯৯১ এর শেষের দিকে স্থিতায়ন নীতিটি ওয়াশিংটন কনসেনসাস-এর ধারণাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সনাতন প্রচেষ্টার ওপর কিছুটা নির্ভরশীল ছিল, সেটিকে মূলত ত্রৈমাসিক উদারীকরণ-

চিত্র ১: ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি থেকে অতিমন্দাজনিত মুদ্রাস্ফীতি



উৎস: লেখকের নিজস্ব।

বেসরকারীকরণ-কঠোর আর্থিক নীতিতে পরিণত করা হয়েছিল, সেই সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সাথে এর কোনো সামঞ্জস্য ছিল না (উইলিয়ামসন ২০০৫)। ফলে, অবাধ (দাম) মুদ্রাস্ফীতি আগের চেয়ে এমনকি আরও বেশি ছিল, সে সময় অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির (ঘাটতিসমূহ) পরিবর্তে বিপুলসংখ্যক মানুষের বেকারত্ব দ্রুত বাড়ছিল (কোলদকো ১৯৯২) (চিত্র ১)।

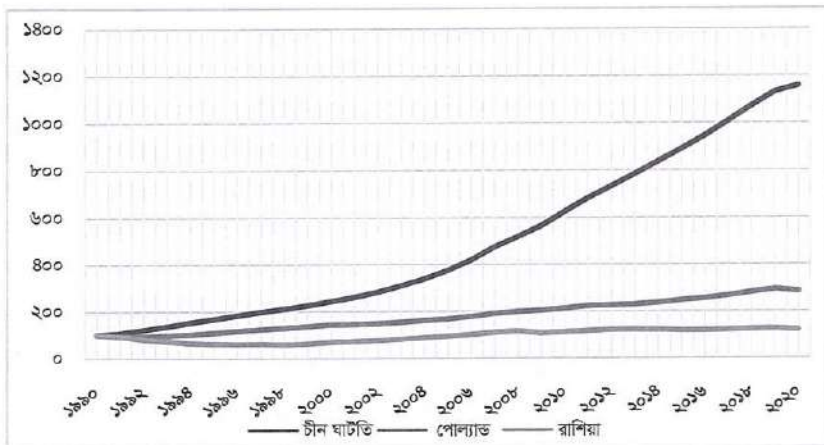
আগ্রহের বিষয় হলো, শুধু চীন (কর্নাই ২০০৮; লিন ২০০৪)) এবং ভিয়েতনাম (কোলদকো ১৯৯০; কোলদকো, গট্জ-কোজিয়ের কিউইকজ, স্ক্রুজসজেউফা-প্যাকজেক ১৯৯১; পোপোভ ২০০৬; কর্নাই, কিয়ান ২০০৯) তাদের ক্রমাগত সংস্কার এবং সুচিন্তিত নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা এড়িয়ে এবং অতি মুদ্রাস্ফীতির প্রাদুর্ভাবকে প্রশয় না দিয়ে ঘাটতি অর্থনীতির দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়েছে (গুইটিন, ম্যান্ডেল ১৯৯৬)। নিঃসন্দেহে, কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা এতে সহায়তা করেছিল (কোলদকো ২০২০)। চীনে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘাটতিগুলো সফলভাবে দূর করার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল, এবং দাম অবমুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট দাম মুদ্রাস্ফীতি কমে এসেছিল (সারণি ৩)।

সারণি ৩: চীনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৯০-১৯৯৩ (শতাংশে)

বছর	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩
জিডিপি	৩,৮	৯,২	১৪,২	১৪,০
সিপিআই	৩,১	৩,৪	৬,৪	১৪,৭

উৎস: চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চিত্র ২: চীন, পোল্যান্ড এবং রাশিয়ার মাথাপিছু জিডিপি ১৯৯০ = ১০০
(ক্রয়ক্ষমতার সমতা, ইউএসডি ২০১৭ অনুযায়ী)



উৎস: ১৯৮৯-২০১৯ (ডব্লিউডিআই ২০২১); চীন এবং রাশিয়ার ক্ষেত্রে ২০২০ (ডব্লিউইও ২০২১এ), পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে (জিইউএস ২০২১বি)।

ওইসব অভিঘাতের সদূরপ্রসারী প্রভাব এবং পরবর্তীপর্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াগুলো এখনো স্পষ্টত দৃশ্যমান (চিত্র ২), এবং তাদের পরিণতিগুলো—শুধু অর্থনৈতিক (ড্যাব্রোভস্কি ২০২০) নয়, ভূ-রাজনৈতিক (বেল ২০১৫; ইকোনমি ২০১৮)—সূদূরপ্রসারী।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে নমনীয় বাজেটের সীমাবদ্ধতার জন্য দায়ী ছিল উৎপাদনের উপায়গুলোর রাষ্ট্রীয় মালিকানা, এবং প্রকারান্তরে এগুলোই, মুদ্রাস্ফীতিরও কারণ—সময় ও স্থান ভেদে বেশি বা কম অবদমিত, অথবা বেশি বা কম অবাধ এবং সেই অর্থে, রীতিসম্মত ও রাজনৈতিক পরিশ্রেক্ষিতনির্ভর। বিষয়টি এ রকমই ছিল, কিন্তু, এটি কি অনিবার্যভাবে সেভাবেই ঘটবে? যখন জোনাস কর্নাই দাবি করেন, এটি সেভাবেই ঘটেছে (কর্নাই ১৯৯২): মারিও নাটি মনে করেন, তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, কঠোর বাজেটের প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রবর্তন না করেও সমাজতন্ত্রে ভারসাম্য দামের মাধ্যমে চাহিদা-জোগানের সমতা বিধান সম্ভব (নাটি ২০১৮এ)। তাঁর মতে, বিষয়টি সে রকম ছিল না, এটি নিয়মের কারণে নয়, বরং অর্থনৈতিক নীতির ত্রুটির জন্য ঘটেছে।

ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে তারা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। যেখানে চীনে—এমনকি ভিয়েতনামে এবং খুব অনুন্নত কম্বোডিয়া এবং লাওসে—তারা সফল হতে পেরেছিল। তাহলে, কর্নাই কি ঠিক নন? কারণ, ভারসাম্য দামের মাধ্যমে বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমতা বিধান সমাজতন্ত্রেও কি সম্ভব? যেসব জায়গায় এটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, সেখানে কঠিন বা নমনীয় বাজেটের সীমাবদ্ধতাগুলো কি সম্পূর্ণ? চীনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলকী? এটি কি একটি সুস্বম বাজারসহ সমাজতন্ত্র, এবং আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, অতিরিক্ত উৎপাদন এবং বেকারত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাজারে সরবরাহ প্রবাহের তুলনায় চাহিদার প্রবাহ যখন বেশি হয়, অথবা এটি কি এখনো আংশিক নমনীয় বাজেটের সীমাবদ্ধতাসহ পুঁজিবাদ? (এলম্যান ২০২১)।

আমার মতে, এর কোনোটিই নয়। গুণগত দিক থেকে সমসাময়িক চীনা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহজাত নমনীয় বাজেট সীমাবদ্ধতাসহ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, এবং সেইসাথে কঠোর সীমাবদ্ধতাসহ উদার পুঁজিবাদ এ উভয় ধরন থেকে ভিন্ন (হুয়াং ২০১৭)। এই ব্যবস্থাকে চৈনিকবাদ (কোলদকো ২০১৮) বলা হয়। এটি একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত শংকর, যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানার একাধিক রূপ একইসাথে বিদ্যমান এবং যা স্বৈরতান্ত্রিকতা ও মেধাশক্তির আন্তঃসম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাজারের অদৃশ্য হাতের শক্তিকে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান হাতের শক্তির সাথে সংযুক্ত করে। সুতরাং, ঘাটতি দূর করার জন্য সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের প্রয়োজন—কর্নাইয়ের এই অভিসন্দর্ভ সঠিক নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ঘাটতি দূর করা সম্ভব—নাটির এ ধারণাও বিতর্কিত। বাস্তবে, কেউই এটি প্রমাণ করেননি, যতক্ষণ না আমরা এই দাবি সত্য বলে মেনে না নেই যে, চীনের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র, কিন্তু চীনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (হু ২০১৯)।

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দেশগুলোতে, সমাজতন্ত্র-উত্তর রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল গ্যালোপিং মুদ্রাস্ফীতি, এবং এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অতি মুদ্রাস্ফীতিও, কারণ এগুলো অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কাজে লাগাতে সক্ষম হয়নি (ব্রেজার, স্ক্রেন ২০১১; পোপোভ ২০১৪)। স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে এটি মেনে নেওয়া হলেও, এই নির্দিষ্ট সম্পদটি সমাজতন্ত্র-উত্তর বাস্তবতায় সম্পূর্ণ নতুন ধারায় রূপান্তরিত হয়নি—বরং, তা ঋণ বা সম্পত্তির নিদর্শনপত্রে (সিকিউরিটিজ) বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এরপর তাদের সারোগেটগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদের

বেসরকারীকরণের একটি ব্যাপক কর্মসূচির পরবর্তী বাস্তবায়নের প্রত্যাশায়, ইতিমধ্যেই অর্থনীতির স্থিতায়ন এবং পুঁজিবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে জারি করা যেতে পারে। এর পরিবর্তে, কেবল জনগণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়গুলোই নয় বরং, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংরক্ষিত কিছু মজুদও নিষ্কাশিত হয়েছিল (লাস্কি ১৯৯০; পোজনানকি ১৯৯৬)।

পোল্যান্ডে, তথাকথিত শক থেরাপি অনুসরণের ফলে উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যায়, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রকৃত সরবরাহ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। এটি স্থিতায়ন নীতির সুস্পষ্ট ভুল, বিশেষ করে, পুরোনো ঋণের ওপর অতিরিক্ত সুদের হার, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাড়তি মজুরির ওপর দমনমূলক করারোপ, অত্যধিক মাত্রায় পোল্যান্ডের মুদ্রা জেলাটির অবমূল্যায়ন, এবং বিদেশি বাণিজ্যের অতি দ্রুত উদারীকরণ—সেইসাথে রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্দেশ্যে গৃহীত সুচিন্তিত কার্যক্রম আদর্শিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেও নিশ্চিতভাবে বাস্তবধর্মী ছিল না, এটি স্থিতায়ন নীতির আরেকটি ত্রুটি (কোলদকো, নাটি ১৯৯৭)। ১৯৮৯ সালে বেশি মাত্রায় উদারীকরণের ফলে দাম অনিবার্যভাবে যেটুকু বাড়ত তার চেয়ে আরও বেশি বেড়েছে। পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রাগুলোর পূর্বে অব্যবহৃত বহু বিলিয়ন সম্পদ দ্বারা অর্থায়িত বেসরকারি আমদানি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট সরবরাহের হ্রাস রোধ করা হয়েছিল।

এর ফলে ১৯৯০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫৮৬ শতাংশের বিন্ময়কর স্তরে পৌঁছেছিল, এবং এক বছর পরে, এটি ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি। কোনোরকম ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই এই অভিজাত আর্থিক আলম্বনকে মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্কে রূপান্তরিত করে; এর পরিণতি বাস্তব অর্থনীতির পাশাপাশি জনগণের সম্পদ এবং আয় পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে ভয়াবহ।

প্রবাহের অর্থনীতি ও সম্পদের অর্থনীতি

অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য আমেরিকার পদক্ষেপ প্রশংসনীয় ছিল, ষাটটি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ থেকে পুনরুদ্ধারের চৈনিক উপায়টি ভালো ছিল, যদি শুধু অর্থনৈতিক দিকগুলো মূল্যায়নের মধ্যে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি, তবে একই অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধারের পোলিশ পদক্ষেপ ছিল যথেষ্ট অনভিপ্রেত। ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন হলেও এটি কল্পনা করা সম্ভব ছিল, অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি আবার দেখা দিয়েছে; এটি ছিল ৩.০ সংস্করণ। আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত এ কথা ভেবে যে, অর্থনীতিবিদেরা এটি লক্ষ করেন না এবং তারা চমকে ওঠেন যে, 'মুদ্রিত অর্থ' মুদ্রাস্ফীতির তরঙ্গকে তীব্র করেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ২০০৮-২০১০ সময়কালের পরিস্থিতি উল্লেখ করেছেন, যখন অর্থের সরবরাহও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কিন্তু, এ সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ত্বরান্বিত হয়নি। এটি ঘটেছিল কারণ, সরবরাহের দিকটি অতিরিক্ত পুঞ্জীভূত অর্থকে কার্যকরভাবে কাজে লাগায়, ইতিবাচক সামঞ্জস্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ে, শুধু এক বছরব্যাপী মন্দার পর প্রকৃত অর্থনীতিকে হতাশা থেকে রক্ষা করে; শুধু ২০০৯ সালে বিশ্বের মোট উৎপাদন ১.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল, এর পরের বছর তা আবার ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থনৈতিক নীতির ওই অগতানুগতিক প্রতিক্রিয়াগুলোর সাথে, রীতিটি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপবাদের নতুন সাধিত্রের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বে একটি নতুন শব্দ—পরিমাণগত সহজীকরণ যোগ হয়েছে (ব্লানচার্ড ও অন্যান্য, ২০১২)। মাধ্যমিক বাজারে সংকটবিরোধী অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের অর্থায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সরকারি বন্ডের ব্যবস্থা করে।

তবু, বর্তমান পরিস্থিতি বেশ কয়েক বছর আগের চেয়ে ভিন্ন, কারণ কেবল মূল্যসূচকের বিশ্লেষণ থেকে, যেমন ভোক্তা দাম সূচক এবং সেই সাথে উৎপাদক দামসূচক, এই উভয় দাম সূচকের বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যায় সে তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যেই বেশি। আরও খারাপ দিক হলো—এই মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে, যদি চলতি আর্থিক এবং বাজার পরিস্থিতি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়; সম্পদের অর্থনীতিকে প্রবাহের অর্থনীতি হিসেবে ভুলক্রমে সমর্থক মনে করা হলে এমন অবস্থা হতে পারে। আমরা এখন যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান হিসেবে প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যার অর্থ সামগ্রিক জোগানের প্রবাহের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি, বাজার পরিস্থিতির দ্বারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, অর্থাৎ এই অবস্থা ‘মুদ্রাস্ফীতিজনিত আলম্বন’।

মহামারি কমলে এবং পরিস্থিতির উন্নতি শুরু হলে, এই সম্পদের কিছু অংশ আবার প্রবাহে পরিণত হবে। বাস্তবে, সমগ্র সম্পদের একটি কাল্পনিক রূপান্তরের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি-মুক্ত চাহিদার প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়, রূপান্তরিত অংশটি যত ছোট হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা যত দীর্ঘ হবে ততই ভালো। অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। শুধু সুদের হার বাড়িয়ে খুব কমই অর্জন সম্ভব; কিন্তু, মুদ্রানীতির এই হাতিয়ারটি অবলম্বন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

সর্বোপরি, এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার প্রচেষ্টাগুলো এ সময় অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস মহামারি কেবল মুদ্রাস্ফীতির একটি ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করেনি বরং সেইসাথে মারাত্মক বেকারত্বও সৃষ্টি করেছে। দাম-মুদ্রাস্ফীতি ত্বরান্বিত হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যদি সুদের হার খুব দ্রুত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তা সম্ভব হতে পারে। তবে এ জন্য দাম বৃদ্ধি রোধের প্রয়োজন নেই, কিন্তু সংকটের কারণে মানুষ যেসব চাকরি হারিয়েছে, দীর্ঘ গতিতে সেগুলোর পুনরুদ্ধার এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজন। স্বল্প মেয়াদে এর সুস্পষ্ট বিকল্প রয়েছে: মুদ্রাস্ফীতি বনাম বেকারত্ব। এ পর্যন্ত, ১৯৭০-এর উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির অধীতিকর অভিজ্ঞতার পর, বাস্তবানুগ অনুশীলনসহ একটি মুদ্রাবাদী মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল, যে জন্য এমনকি অর্থনৈতিক গতিশীলতা কমিয়ে এবং বেকারত্ব বাড়িয়েও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা হয়েছিল।

এটি এখনকার তুলনায় ভিন্ন। উচ্চ বেকারত্ব ও সেইসাথে দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াকার—সামাজিক বর্জন থেকে শুরু করে অপরাধ পর্যন্ত, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনিবার্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। কোনো কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনীতিকে প্রণোদিত করে বেকারত্ব মোকাবিলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত বছর গৃহীত মুদ্রানীতির নতুন নিয়ম অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ তার নীতিসংক্রান্ত বিষয় হিসেবে তথাকথিত গড় মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে ফেড এখন কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়; কেননা, মুদ্রাস্ফীতি পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২ শতাংশ সাময়িকভাবে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় ততদিন অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত এটি আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। ব্যাংক অব জাপান তার পূর্বের অনুসৃত রীতি থেকে সরে এসেছে বলে ঘোষণা দিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউজিল্যান্ড এটি আরও আগে প্রবর্তন করেছিল, সম্ভবত ১৯৮০ সালের পরে এক্ষেত্রে এটি বিশ্বের সবচেয়ে সনাতন কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একদিকে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহামারি-সংকটের প্রভাবগুলো কাটিয়ে ওঠার কঠিন উদ্দেশ্য সাধনের এই পথ, এবং অন্যদিকে, যৌক্তিক পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতি কমানো—মুদ্রানীতিতে এ উভয় নীতিই অনুসরণ করা উচিত। কোনটি ‘যুক্তিসঙ্গত’ সেই প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক এবং দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

আশা করা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সংযমী হবে; কারণ, নামিক সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির হারের নিচে থাকলে এবং এইভাবে নেতিবাচক প্রকৃত সুদের হার বজায় রাখলে, পারিবারিক এবং যৌথ সংস্থার আর্থিক মজুদের মূল্য কমবে। অবশ্যই রাজনৈতিক কারণে, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের উদ্দীপনা হিসেবে এ ধরনের আচরণ যৌক্তিক। যেভাবেই হোক, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হার আশা করা যেতে পারে, যা ২০০৮-২০১০ সময়কালের সংকট এবং এর পরবর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ।

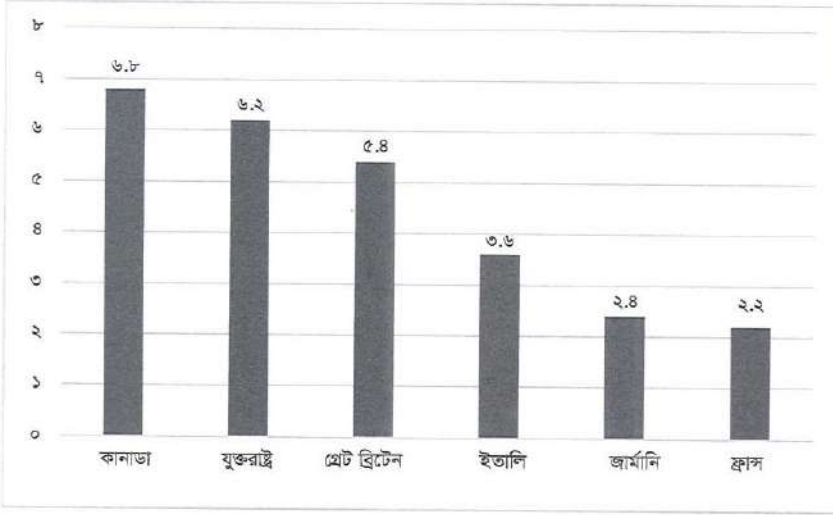
ব্যাংক আমানতের উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হারকেও কর বৃদ্ধির একধরনের বিকল্প হিসেবে দেখা উচিত। বর্তমান আয়ের ওপর উচ্চ হারে কর বসানো হলে এই প্রবাহের কিছু অংশ নিষ্কাশিত হবে, যা প্রভাবিত অর্থনৈতিক সত্তাগুলোকে তাদের সঞ্চিত সম্পদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উৎসাহিত করতে পারে। এর অর্থ—এটি বাধ্যতামূলকসহ অনেক বড় পরিসরে সঞ্চয়। কিছু পরিমাণে, এটি শুধু যা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ এবং সামাজিক কর্মসূচির জন্য তহবিল সংগ্রহ নয়, এ হলো বিশেষ করে, ব্যবসায়ী এবং ধনী মানুষের ওপর রাজস্বের বোঝা সত্যিকার অর্থে বাড়ানোর লক্ষ্যে হোয়াইট হাউসের নীতির উদ্দেশ্যও বটে। অন্য কথায়, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দাম মুদ্রাস্ফীতি কমানোর ক্ষেত্রে উচ্চ কর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি সহজ বা বিকল্পের তুলনায় এটি অনেক বেশি জটিল সমস্যা। কারণ, নীতিটিতে অন্যান্য উদ্দেশ্য, বিশেষ করে—আয়ের পুনর্বন্টন, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব, উৎপাদন ক্রিয়াকলাপ ও এর মুনাফাপ্রদতা, এবং বিনিয়োগের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

পরিস্থিতিগুলো যথেষ্ট আকর্ষণীয়, কারণ মুদ্রা অর্থনীতির পরিবর্তে আচরণগত অর্থনীতি (থ্যালার ২০১৬), বিশেষ করে মানুষের প্রত্যাশাগুলোকে প্রভাবিত করে এমন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান এবং আর্থিক সম্পদগুলো কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে যৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য পরিবর্তনসংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়া সম্ভব (থ্যালার, সানস্টেইন ২০০৯)। এটি হতে পারে যে, প্রত্যাশাগুলোর প্রকৃতি অর্থনৈতিক সত্তাগুলোকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি উৎসাহিত করে তবে সুদের হার দ্রুত বাড়ালেও—এমনকি শতভাগ এবং তার চেয়েও বেশি হলে তা মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি রোধ করবে না। এ ছাড়া মহামারি-সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক সময়ে, প্রকৃত ঋণাত্মক সুদের হার এখনো আশা করা যেতে পারে এবং এটি সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করে।

মহামারির চরম বিপর্যয়ের বছরে, বিশ্বজুড়ে মোট উৎপাদন ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, সেই সাথে উৎপাদন স্তরে পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক বদলে গেছে; বৈশ্বিক গড়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিগুলোর ক্ষেত্রে, যেমন এটি ভারতে ৮ শতাংশ কমে গেছে, সেখানে চীনে ২.৩ শতাংশ বেড়েছে। ধনী দেশগুলোর মধ্যে, ২০২০ সালে জিডিপি হ্রাসের হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৫ শতাংশ এবং স্পেনে ১১ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ধারণা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মোট খুচরা বিক্রি প্রায় ২ শতাংশ কমেছে, যেখানে অনলাইন বিক্রি বেড়েছে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। এটি ছিল অনলাইন ব্যবসা, যা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বৃদ্ধির আরও বড় মাত্রা থেকে আমাদের বিরত করেছে। আমরা শপিংমলে টাকা খরচ করতে পারিনি, আমরা অনলাইনে কিনতে পারতাম; আমরা সিনেমায় যেতে পারিনি, আমরা নেটফ্লিক্সে গ্রাহক হতে পারি; আমরা বইয়ের দোকানের তাক থেকে আকর্ষণীয় বই অনুসন্ধান করতে পারিনি, আমরা কিন্ডলে ই-বুক ডাউনলোড করেছি; আমরা রেন্টেরায় যেতে পারিনি, আমরা ডিনার হোম ডেলিভারি অর্ডার করেছি। মহামারি বিপর্যয়ের ফলে এসব ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, তা অনেকাংশে স্থায়ী বলে প্রমাণিত হবে (কোলদকো ২০২১)।

হিসাব করে দেখা গেছে, ২১টি অতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ২০২০ সালে অতিরিক্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩ ট্রিলিয়নেরও বেশি মার্কিন ডলার (ইকোনমিস্ট ২০২১এ)। এগুলো এই অর্থে অত্যধিক যে, মহামারিপূর্ব প্রবণতা বজায় থাকলে এর পরিমাণ ধারণার চেয়ে অনেক বেশি হবে (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: বৃহৎ অগ্রসর অর্থনীতিগুলোতে অতিরিক্ত সঞ্চয় (জিডিপি শতাংশ হিসেবে)



উৎস: ওইসিডি ও বিশ্বব্যাংক; দেখুন (ইকোনমিস্ট ২০২১এ)।

এ সত্ত্বেও, ধ্রুপদী দাম মুদ্রাস্ফীতি কম ছিল, ২০২০ সালে প্রধান পশ্চিমা অর্থনীতির গোষ্ঠী, জি ৭-এ, এর পরিমাণ ইতালিতে ০.৪ শতাংশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.৪ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাপানে দাম ০.৬ শতাংশ কমেছে। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) সদস্য দেশগুলোতে গড় মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১.৫ শতাংশ। ২০২১ সালে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এখনো কম হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে (এক্সপ্রেস, এগুলো ইআইইউ-এর অনুমান): জাপানে ০.২ শতাংশ এবং ফ্রান্সে ১.১ শতাংশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.৯ শতাংশ এবং কানাডায় ২.১ শতাংশ। এসব পূর্বাভাস সম্পর্কে আশাবাদ বিময়কর; কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতি বেশি হলে আমি এতটুকু অবাধ হব না।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ২০২১ সালের বসন্ত মৌসুমে বৈশ্বিক বিশ্ব পণ্যের ব্যতিক্রমী শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে যে অনুমান ব্যক্ত করেছে, সেখানেও এ প্রত্যাশাটি প্রতিফলিত হয় এবং তা ৬ শতাংশ (২০২২ সালে ৪.৪ শতাংশ)। এটি অনুমান করা হয়—আবার, যথেষ্ট আশাবাদও ব্যক্ত করা হয় যে এক বছর মন্দার পরে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হবে, কিন্তু এটি কি বাস্তবসম্মত? (সারণি ৪)

যদি অবস্থা এ রকমই হয়, তবে এর অর্থ হলো—প্রথম প্রণালি অতিরিক্ত সঞ্চয় শোষণের জন্য চূড়ান্ত, এটি হলো একটি সম্পদকে কার্যকর চাহিদার প্রবাহে রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট অতিরিক্ত চাহিদা, যা উৎপাদনক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িয়ে অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করে। এটি সর্বোত্তম সম্ভাব্য দৃশ্যপট, কিন্তু এটি কি বাস্তবায়িত হবে?

সারণি ৪: নির্বাচিত দেশগুলোতে জিডিপির সংকোচন এবং প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস, ২০২০-২০২২ (শতাংশ)

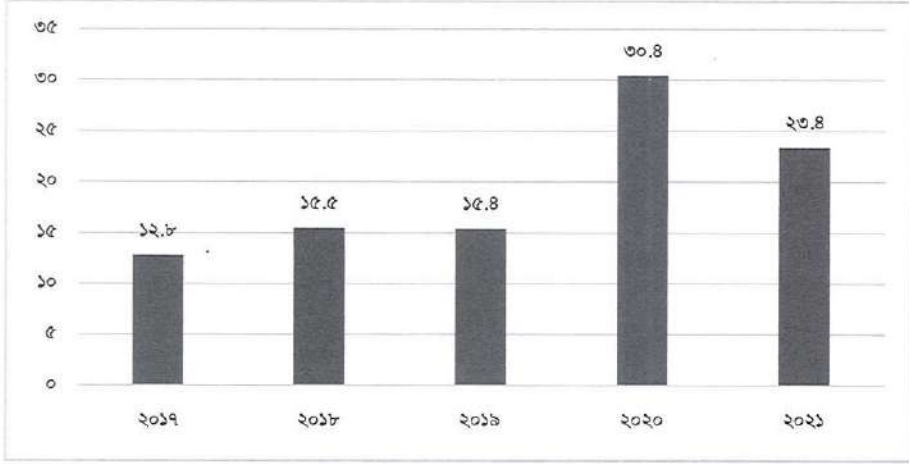
বছর	২০২০	২০২১	২০২২
দেশ			
কানাডা	-৫.৪	৫.০	৪.৭
চীন	২.৩	৮.৪	৫.৬
ইউরো অঞ্চল	-৬.৬	৪.৪	৩.৮
ফ্রান্স	-৮.২	৫.৮	৪.২
জার্মানি	-৪.৯	৩.৬	৩.৪
গ্রেট ব্রিটেন	-৯.৯	৫.৩	৫.১
ভারত	-৮.০	১২.৫	৬.৯
জাপান	-৪.৮	৩.৩	২.৫
যুক্তরাষ্ট্র	-৩.৫	৬.৪	৩.৫

উৎস: ডব্লিউইও ২০২১বি।

পোল্যান্ডে ব্যবসায়ী ও জনগণ উভয়ের আর্থিক সব সম্পদও যথেষ্ট বেড়েছে। পোল্যান্ডের ন্যাশনাল ব্যাংকের মতে, প্রথম ক্ষেত্রে ২০২০ সালে জিডিপি ২.৮ শতাংশ কমে যাওয়া সত্ত্বেও তা প্রায় পিএলএন ৭০ বিলিয়ন বেড়েছে, অর্থাৎ যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২৫ বিলিয়ন বেশি। এই পরিমাণ জিডিপির ১ শতাংশেরও বেশি—সহজ কথায় বলতে গেলে, তাদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। উল্লেখ্য, ব্যাংকগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার অ্যাকাউন্টে ব্যবসায়িক খাত প্রায় পিএলএন ৭০ বিলিয়নের (জিডিপির প্রায় ৩ শতাংশ) সমপরিমাণ; কিছু অংশ—আমি মনে করি, অর্ধেকেরও বেশি—বাজারের বাস্তবতার কারণে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে রেখেছে। অর্থনীতির পর্যায়ক্রমিক ছবিবর্তা এবং মন্দার কারণে ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণীয় উৎপাদন এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের সুযোগের অভাবে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অব্যাহত সঞ্চয় থেকে বোঝা যায়, এই ছবিবর্তা একবার কেটে গেলে ব্যয়ের চাপ উৎপাদন ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উচ্চ দাম মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে উৎপাদন খরচ অতিরিক্ত বাড়লে ভোগ্যপণ্যের দামও বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংকটবিরোধী নীতির ধারাবাহিক পর্যায়ে সরকার কর্তৃক ছানান্তরিত বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে। পোল্যান্ডের ন্যাশনাল ব্যাংকের (এনবিপি ২০২১) মতে, পরিবারগুলোর আমানত রাতারাতি হস্তান্তরযোগ্য ঋণাত্মক প্রকৃত সুদের হার ৩.৪ শতাংশ সত্ত্বেও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিউ১ ২০২১ এর শেষে তা প্রায় পিএলএন ৮২৭ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল যা, কোভিড-১৯ এর সূচনালগ্নে এবং অর্থনীতি নিশ্চল হওয়ার এক বছর আগের তুলনায় পিএলএন ১৮০ বিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ শতাংশ বেশি। তুলনার প্রক্ষেপে, ২০১৯ সালে মহামারির আগের বছর, অনুরূপ আমানত পিএলএন ৮০.৪ বিলিয়ন, অর্থাৎ ১৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যেখানে ২০২১ এর প্রথম তিন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২.২ বিলিয়ন। অন্য কথায়, মহামারির সময় এই তহবিলগুলো আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দ্রুত বেড়েছে (চিত্র ৪)। আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রশ্নসাপেক্ষ এই পরিমাণ শুধু ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, কিন্তু স্টক মার্কেটে, বিভিন্ন বিনিয়োগের তহবিল, বীমা পলিসি এবং নগদ হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে। এসব তহবিলের কিছুটা, আধুনিক পরিভাষায় মুদ্রাস্ফীতিজনিত আলম্বনের (ইনফ্লেশনারি ওভারহ্যাং) সমতুল্য।

চিত্র ৫: পোল্যান্ডে চলতি আমানত এবং পরিবারগুলোর কাছে ব্যাংকগুলোর অন্যান্য দায়বৃদ্ধি, ২০১৭-২০২১ (শতাংশে)



উৎস: এনবিপি ২০২১। ২০২০ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের তুলনায় ২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকের প্রবৃদ্ধির সমগতিতে অন্যান্য প্রান্তিকগুলোর প্রবৃদ্ধি অনুমান সাপেক্ষে ২০২১ সালের তথ্যের বাৎসরিক হিসাব।

এভাবে, অবাধ এবং অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি উভয়ই বিবেচনা সাপেক্ষে আমরা যখন ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০ এর পরিমাণ ব্যাপকভাবে হিসাব করছি—আমি বিশ্বাস করি, পোল্যান্ডে এর হার ৫ শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করে, যা জিইউএস ঘোষিত সরকারি হারের তুলনায় দেড় গুণ বেশি। অন্য কথায়, এটি কীভাবে বেশি এবং সম্ভবত এমনকি আরও বেশি, যেখানে এটি নিজস্ব আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণের সিদ্ধান্ত আবেগপূর্ণ এবং সবসময় তা যৌক্তিক না হলেও মুদ্রাস্ফীতির হার যথেষ্ট পরিবর্তনশীল।

এ ধরনের যেকোনো হিসাব অবশ্যই আংশিকভাবে বিধিবিহীন অনুমানের ভিত্তিতে করা উচিত; কারণ, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির হারের দ্বিতীয় উপাদানটির আকার অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনের সম্পূর্ণ উদারীকরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাম স্তরের আনুমানিক অতিরিক্ত বৃদ্ধি সঠিকভাবে নিরূপণ সম্ভব নয়। ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ২.০ এর ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ একবার নেওয়া হয়েছিল। এ জন্য প্রথমে ঘাটতির কারণে বাধ্যতামূলক সংঘরের পরিমাণ নিরূপণ এবং সেগুলো শতাংশে প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে দাম মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে এই হার যোগ করা যায়।

ঘাটতির হার নিরূপণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মোট তরল সম্পদের ব্যালেন্স থেকে অবসর গ্রহণের জন্য রক্ষিত সংঘরের মজুদ এবং লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে রক্ষিত তরল সম্পদের ব্যালেন্স-এর যোগফল বাদ দেওয়া হয়:

$$r_{SH} = \frac{R_m - (S_v + Tr)}{Y}$$

যেখানে:

- r_{SH} = ঘাটতির হার, জিএনপি, (ওয়াই) এর ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশিত,
 R_m = জনসাধারণের মোট তরল সম্পদের ব্যালেন্স,
 S_v = অর্থ এবং সঞ্চয়ী হিসাব বাদে আর্থিক সম্পদসমূহ মূলত অবসর গ্রহণের জন্য রেখে দেওয়া হয়,
 T_r = লেনদেন ও সতর্কতামূলক (এবং ফাটকামূলক) উদ্দেশ্যে অর্থ এবং সঞ্চয়ী হিসাবের ব্যালেন্স।

দাম এবং অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির হার যোগ করার পর, ১৯৭৭-১৯৮৪ পর্যন্ত এই আট বছরে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গড় দাম এবং দমিত মুদ্রাস্ফীতির হার, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ছিল পূর্ব জার্মানিতে পরিমিত ৩ শতাংশ থেকে পোল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য ৩০ শতাংশের মধ্যে (সারণি ৫)।

সারণি ৫: নির্বাচিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির গড় হার ১৯৭৭-১৯৮৪ (শতাংশে)

দেশ	ঘাটতিমুদ্রাস্ফীতির হার
বুলগেরিয়া	৬.৯
চেকোস্লোভাকিয়া	৫.১
পূর্ব জার্মানি	৩.১
হাঙ্গেরি	৮.৯
পোল্যান্ড	২৯.৪
রোমানিয়া	৮.৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪.৬

উৎস: কোলদকো, ম্যাকম্যাহোন ১৯৮৭।

বর্তমান ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির ঘটনাটি এর আগের সংস্করণের তুলনায় মানুষের জন্য কম ক্ষতিকর এবং অর্থনীতির জন্য অনেক কম অসুবিধাজনক। তবে, কোনো অবস্থাতেই এটিকে কম গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। সেই সময় মুদ্রাস্ফীতির অবদমনের সাথে বাজার সম্পর্কের একটি সংযোগ ছিল: অপেক্ষমাণ মানুষের সারি, নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক বিকল্পন, কালোবাজারি, দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময়, জোগানদার এবং বিক্রেতাদের দুর্নীতি, কাউন্টারের বাইরে বিক্রি। পূর্বে, যে-কেউ ওয়াশিং মেশিনের বিক্রেতাকে ঘুষ দিতে পারতো। এর মজুদ ছিল না বলে অনুমান করা হলেও তা কিন্তু দোকানের পেছনে পাওয়া গিয়েছিল; আজকাল, বিমান থাকলেও তা যদি না ওড়ে, তাহলে বিমানের কাজিষ্ঠ টিকিট পাওয়া সম্ভব নয়। অতীতে কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধাভোগী কিছু মানুষের জন্য বিক্রির বিশেষ ভালো মজুদ রয়েছে এমন অবস্থানগুলোর একটি ক্ষুদ্র নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল, যা তথাকথিত হলুদ পর্দার দোকান হিসেবে পরিচিত। আজকাল আপনি আপনার বিধিবিহীন সম্পর্কগুলো ব্যবহার করে অপেরা থিয়েটারের টিকিট পাবেন না, যদি থিয়েটারগুলো সাময়িকভাবে সবার জন্য বন্ধ থাকে। এসব অস্বাভাবিকতা অতিসূক্ষ্ম তারতম্যসহ যৎসামান্য প্রকাশ পায়।

অবশ্যই, বৃহত্তর বিশ্বে আজকাল এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন টোটালিটেরিয়ান উত্তর কোরিয়ার চরম অবস্থার মতো, যেখানে তিন ধরনের ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির—১.০, ২.০, এবং ৩.০-এর লক্ষণ সমকেন্দ্রিক

হয়, বা কিউবায় কালবিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, যেখানে ৩.০ এর সাথে ২.০ ভিন্ন ধরনও লক্ষ করা যায়। এ ধরনের সমসাময়িক তুলনা থেকে উৎপাদক এবং ভোক্তাদের দ্বারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আকারে মুদ্রাস্ফীতি দমনের তিন প্রকরণের সাদৃশ্যই শুধু ধরা পড়ে না, বরং তাদের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পায়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়মের বাইরে প্রশাসনিক আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ১.০ দেখা দিয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগ্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কাঁচামাল, মূলধন এবং শ্রম সবই ছিল; কিন্তু, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক সময়ে, অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এগুলো পর্যায়ক্রমে হ্রাসের করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সহজাত ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতির ভিন্নরূপ ২.০, ছিল একটি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণেই অর্থনীতি যখন রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত দাম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সম্মুখীন হয়, তখন তা উদ্দীপিত চাহিদা প্রবাহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেনি। এসব সহজলভ্য হওয়ার কথা ছিল যাতে পণ্য ও পরিষেবাগুলো সবাই পেতে পারে, কালক্রমে এগুলো তুলনামূলকভাবে সস্তা হলেও তা অনেকের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

অতএব, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০ আগের ১.০ ও ২.০ থেকে ভিন্ন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, অপরিপূর্ণ কার্যকরী চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন সক্ষমতাগুলো অনেক বেশি, কিন্তু মহামারি পরিস্থিতিতে অপ্রচলিত সংকটবিরোধী নীতিমালার মাধ্যমে তাদের ব্যবহারের ওপর অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। আর সে কারণেই একই সময়ে আরও বেশি উৎপাদন, বেচা-কেনা, এবং ভোগ—সবই সম্ভব হলেও কার্যত তা নিষিদ্ধ করা হয়। একইভাবে ১.০ এবং ২.০ প্রকরণের মতো বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতাগুলোর মজুদও রয়েছে। এ ছাড়াও এবং এটি একটি বড় পার্থক্য— ১.০ প্রকরণের ক্ষেত্রে, এটি ছিল নগণ্য; যুদ্ধ অর্থনীতি সক্রিয় ছিল পুরোদমে। ২.০ প্রকরণে, কার্যত সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল না এবং যদি কোথাও এসবের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে এটি অর্থনীতির কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার কারণেই হয়েছিল। কারখানাটির একাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কেননা, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তার ঘাটতি ছিল এবং একই সময়ে অন্য একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের উপকরণ গোপনে মজুদ করছিল এবং এসব উপকরণের অতিরিক্ত ইনভেন্টরিও ছিল।

উপসংহার

পরিস্থিতি বিশেষ ধরনের—কেননা, কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারিসৃষ্ট সংকটের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। এবার, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার আলোড়নগুলো সরবরাহের এবং সেইসাথে চাহিদার ক্ষেত্রে—মূলত ভগ্ন সরবরাহ শৃঙ্খলের আকারে—বিশ্বায়নের যুগে যার আন্তর্জাতিক ভূমিকা ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং উৎপাদন ও বিশেষ করে পরিষেবাগুলোর ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অর্থোডক্স অর্থনৈতিক চিন্তাধারা নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমন্বয়ের খরচ কমানোর পরামর্শ দিতে প্রায় ব্যর্থ হয়।

আমরা জানি, মহামারি পরিস্থিতিতে পাঁচটি প্রণালীর মাধ্যমে ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতি ৩.০ এর লক্ষণগুলো থেকে অর্থনীতি নিজেকে পুনরুদ্ধার করবে:

$$\sum_{FS} d_{\Psi} + d_{IM} + d_{VS} + d_{AP} + d_{CPI}$$

যেখানে,

Σ_{FS} —মহামারিজনিত অস্থিরতায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়,

d_{μ} — চাহিদার অতিরিক্ত প্রবাহ, যা উৎপাদন ও সরবরাহের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে,

d_{IM} —পূর্বেকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় থেকে অতিরিক্ত আমদানির জন্য অর্থায়ন,

d_{VS} —পূর্বের বাধ্যতামূলকভাবে অব্যয়িত তহবিলের অধিকারীদের পছন্দগুলো পরিবর্তনের ফলে স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয় বৃদ্ধি,

d_{AP} —কাঁচামাল এবং সম্পদের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে বিশোষিত আর্থিক সম্পদসমূহ,

d_{CPI} —অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতিজনিত দাম বৃদ্ধির দরুণ তহবিল নিষ্কাশন।

উল্লিখিত সমীকরণের পাঁচটি উপাদানের অনুপাতগুলো আমরা আগে থেকে জানি না। আগে থেকে আমাদের জানা নেই, মহামারিপর্বতী অর্থনীতিতে কী পরিমাণে এবং কোন গতিতে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মজুদ অতিরিক্ত কার্যকর চাহিদার প্রবাহে রূপান্তরিত হবে, এবং এটি—পর্বতী সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রাসহ সেইসব ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ অবাধ মুদ্রাস্ফীতি প্রক্রিয়ার তীব্রতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন পরিষেবা বিশেষ করে ভ্রমণ, পর্যটন, অবকাশযাপন এবং বিনোদনের সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যাওয়ার ফলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। মেক্সিকো, কেনিয়া, ইতালি এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয়ের একটি অপেক্ষাকৃত বড় অংশই আসে আতিথেয়তা খাত থেকে; কিন্তু সেখানে সেগুলোই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিমানের টিকেট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, কনসার্ট, মিউজিয়াম এবং গ্যালারিগুলোতে ২০২০ সালে অব্যয়িত অর্থ ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয়ে পরিণত হয়েছে। তবে এর পরিমাণ কত, তা জানা নেই। এ সত্ত্বেও, এসব সেবা খাত যত দ্রুত সম্ভব আবারও গতি ফিরে পাবে, ব্যয় উৎসাহিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে ছাড় দেওয়ার পর দাম আকাশচুম্বী হবে। বাইরের দেশগুলোতে বিমানের টিকিট আরও বেশি ব্যয়বহুল হবে, পরের বিয়ল কনসার্টের জন্য আমরা আরও বেশি ব্যয় করব, আমাদের প্রিয় রেস্তোরাঁর মালিক ওই ব্যয়ের একটি অংশ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবেন, অঙ্গসংবাহনকারী আমাদের কাছে যথাযথ অর্থ দাবি করবেন, একজন প্লাস্টার (জলের কল, চৌবাচ্চা ইত্যাদি স্থাপন ও সংস্কারের কাজে দক্ষ শ্রমিক) আরও বেশি টাকা নেবেন, একটি বইয়ের দোকানে কেনাকাটা করলে আমাদের আরও বেশি খরচ করতে হবে।

ধারণা করা যায়, ২০২১ সালের বসন্তে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া মহামারিপর্বতী বাস্তবতার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ডের রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, শপিং সেন্টার এবং বিনোদন পার্কগুলোতে মহামারি শুরু আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক দর্শনার্থী ভিড় করেছিল এবং অস্ট্রেলিয়ায় ২০২১ সালের প্রথম দুই মাসে রেস্তোরাঁগুলোতে অতিথির সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৬৫ শতাংশ বেশি ছিল (দ্য ইকোনমিস্ট ২০২১বি)। উভয় ক্ষেত্রেই, কার্যকর চাহিদার এত বিপুল বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির চাপকে তীব্র করে তোলে এবং এর ফলে দাম অনেক বাড়তে পারে।

আমরা এও জানি না, দেশের বাইরে পণ্য ও সেবার চাহিদার পরিমাণ কত এবং অন্যত্র অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করলে, লেনদেনের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের অবনতি ঘটবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বাজেট ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যা জনগণের ভোগের মাত্রা বজায় রাখে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাগুলোকে উৎসাহ দেয়; বিশেষ করে, চীন থেকে আমদানির জন্য অর্থায়ন করে (হেসলার ২০২১), যার ওপর আমেরিকানরা অন্যথায়

অর্থনৈতিক নিবেদাজ্ঞা আরোপ করে, যেগুলো তেমন কার্যকর নয়। বিশ্বায়িত অর্থনীতি পরস্পরসংযুক্ত জাহাজের একটি বহর এবং এর প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে কাজ করে তা বোঝা এবং জানা প্রয়োজন (উলফ ২০০৪; গলব্রেইথ ২০১৪)। আজকাল, খুব বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা প্রয়োজন, যাতে সমস্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও, অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ১.০ থেকে পুনরুদ্ধারের আমেরিকান পদ্ধতির সাথে যত বেশি এবং পোল্যান্ডের ২.০ এর ক্ষেত্রে যত কম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়।

আমরা যা জানি, তা হলো—একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—যদিও আমরা জানি না যে, কী পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ, যা বাজারে প্রবাহিত হয়েছিল এবং মুদ্রাস্ফীতির আলম্বন হিসেবে সাময়িকভাবে ছুঁবির হয়ে পড়েছিল, তা পরিসম্পদের বাজারে সক্রিয় হয়েছে। এসব পরিসম্পদের দাম ইতিমধ্যেই বাড়ছে এবং কিছু সময়ের জন্য এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। এটি অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনাগুলোকে সুদৃঢ় এবং ফাটকা অনুমানকে উদ্দীপিত করে। পরিসম্পদের বাজারের কিছু অংশে, বিশেষ করে আবাসন বাজারে একটি ফাটকামূলক সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই লক্ষ করা গেছে। অনিবার্ণভাবে, সময় আসবে যখন এ সম্ভাবনা বিস্ফারিত হবে এবং এতে আরও সংকট দেখা দেবে। ফাটকামূলক লেনদেনের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে এ সম্ভাবনা প্রতিহত করা যেতে পারে। অন্যান্য পরিসম্পদের দাম, সর্বোপরি অনেক কাঁচামালের ওপর, বিশেষ করে পেট্রোকেমিক্যালস এবং ধাতু, কিছু স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার এবং গোপন মুদ্রাগুলোর (ক্রিপ্টোকোরেন্সি) দাম বিশৃঙ্খল আচরণ করবে, যদিও এই দাম বৃদ্ধির একটি জোরালো প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিঙ্ড্রোম ৩.০, পূর্বকার ১.০ এবং ২.০ অবস্থা থেকে গুণগতভাবে আলাদা। অতএব, মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রত্যাশাগুলো কমিয়ে আনা প্রয়োজন; সর্বোপরি, উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিষয়ে উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতে হবে। পরিপূরক সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়েও এটি সহজতর করা যেতে পারে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন বহু ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে বৃহৎ পরিসরে করতে আগ্রহী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুনরুদ্ধার এবং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাধারণ তহবিল থেকে ২০২৬ সালের শেষে ৭৫০ বিলিয়ন ইউরো ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে। এই তহবিল, ঋণ ও অনুদান হিসেবে, নির্দিষ্ট অনুপাতে ২৭টি সদস্যরাষ্ট্রকে তাদের জাতীয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় বিতরণ করা হবে। এই সরকারি ব্যয় নিঃসন্দেহে বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে, যা বাজারের মাধ্যমে সঠিকভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলে, চাহিদার ক্রমবর্ধমান প্রবাহকে বিশোধিত করে নতুন উৎপাদনক্ষমতা তৈরি করবে।

অন্যদিকে, জনসাধারণকে স্থিতিশীল সঞ্চয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী করা প্রয়োজন। যদি আমরা এক প্রকার সাময়িক চাপে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু অর্থ সঞ্চয় করি, তবে সুসময় এলে সেগুলোর জন্য অনবরুদ্ধ বাজারে আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ—দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে এটিকে তারা স্বেচ্ছাপ্রসূত সঞ্চয়ে রূপান্তরিত করবে: আরও ভালোভাবে ছুটি যাপনের জন্য, আবাসনের উন্নতির জন্য, ধারাবাহিক শিক্ষার জন্য, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য, অবসরভাতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য।

তথ্যনির্দেশ

- Adirim, Issak G. (1983). "Stagflation in the U.S.S.R", Delphic, Falls Church, Va.
- Bell, Daniel A. (2015). "The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy", Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Blanchard, Olivier J., David Romer, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz (eds.) (2012). "In the wake of crisis: Leading Economists Reassess Economic Policy", The MIT Press, Cambridge Massachusetts - London, England.
- Blejer, Mario I., Marko Skreb (eds.) (2001). "Transition: The First Decade", The MIT Press, Cambridge, Mass. - London.
- Blinder, Alan S. (1979). "Economic Policy and the Great Stagflation", Academic Press, New York.
- Dabrowski, Marek (2020), "Transition to a market economy: A retrospective comparison of China with countries of the former Soviet block", "Acta Oeconomica", Vol. 70, Special Issue, 15-45.
- Economist (2021a). "The world's consumers are sitting on piles of cash. Will they spend it?", "The Economist", March 9th (<https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/03/09/the-worlds-consumers-are-sitting-on-piles-of-cash-will-they-spend-it>; access 23.04.2021).
- Economist (2021b). "The Fed should explain how it will respond to rising inflation", "The Economist", April 17th (<https://www.economist.com/leaders/2021/04/15/the-fed-should-explain-how-it-will-respond-to-rising-inflation>; access 23.04.2021).
- Economy, Elizabeth C. (2018). "The Third World Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State", Oxford University Press, New York.
- Ellman, Michael (2021). "János Kornai: economics, methodology and policy", "Cambridge Journal of Economics", Vol. 45(2), 371-390.
- Galbraith, James K. (2014). "The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth", Simon and Schuster, New York. F
- Gutián, Manuel, Robert A. Mundell, (eds.) (1996). "Inflation and Growth in China: Proceedings of a conference held in Beijing, China, May 10-12, 1995", International Monetary Fund, Washington.
- GUS (2021). "Produkt krajowy brutto w 2020 roku —szacunek wstępny", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2020-roku-szacunek-wstepny,2,10.html>; access 23.04.2021).
- Harvey, David (2005). "A Brief History of Neoliberalism", Oxford University Press, Oxford - New York.
- Hicks, John R. (1947). "The Empty Economy", "Lloyds Bank Review. New Series", No. 5, Lloyds Bank Limited, London.

- Hessler, Peter (2021). "Manufacturing Diplomacy", "The New Yorker", March 15, 50-59 (<https://archives.newyorker.com/newyorker/2021-03-15/flipbook/54/>; access 24.04.2021).
- Historical UK (2021). "Historical UK inflation rates and calculator" (<https://inflation.iamkate.com/>; access 27.04.2021).
- Howard, David H. (1976). "A Note on Hidden Inflation in the Soviet Union", "Soviet Studies", Vol. 28, 599-608.
- Hu, Bin (2019). "The Source of China's Confidence: How to Understand Socialism with Chinese Characteristics", Foreign Languages Press, Beijing.
- Huang, Yukon (2017). "Cracking the China Conundrum: Why Conventional Economic Wisdom Is Wrong", Oxford University Press, New York.
- Jakubowicz, Andrzej (2020). "Spadek i wzrost gospodarcze w okresie transformacji polskiej gospodarki ["Economic decline and growth in the period of transformation of the Polish economy"], Biuletyn PTE", No. 1(88), 49-57 (http://www.ptc.pl/pliki/1/68/Biuletyn_PTE_2020_01.pdf; access 9.05.2021) (in Polish).
- Kolodko, Grzegorz W. (1984). "Inflationary Alternative", "Polish News Bulletin of the British and American Embassies Economic Review", No. 18-84, 14-22.
- Kolodko, Grzegorz W. (1986). "The Repressed Inflation and Inflationary Overhang under Socialism", "Faculty Working Paper", No. 1228, Bureau of Economic and Business Research, University of Illinois, Urbana-Champaign.
- Kolodko, Grzegorz W. (1990). "Hyperinflation and stabilization in post socialist economies (the case of Poland, Viet Nam and Yugoslavia)", "Working Papers", No. 16, Institute of Finance, Warsaw (http://www.tiger.edu.pl/kolodko/working/if/IF_working_papers_nr16.pdf; access 27.04.2021).
- Kolodko, Grzegorz W. (1991). "Polish Hyperinflation and Stabilization 1989-1990", "Most. Economic Journal on Eastern Europe and the Soviet Union", No. 1, 9-36.
- Kolodko, Grzegorz W. (1992). "Economics of Transition: From Shortageflation to Stagflation. The Case of Poland", in: Armand Clesse, Rudolf Tökés (eds.), "Preventing a New East-West Divide: The Economic and Social Imperatives of the Future Europe", Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 172-181.
- Kolodko, Grzegorz W. (2000). "From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation", Oxford University Press, Oxford - New York.
- Kolodko, Grzegorz W. (2018). "Socialism, Capitalism, or Chinism?", "Communist and Post-Communist Studies", Vol. 51(4), 285-298.
- Kolodko, Grzegorz W. (2020a). "China and the Future of Globalization: The Political Economy of China's Rise", Bloomsbury I.B. Tauris, London - New York.
- Kolodko, Grzegorz W. (2021). "The Quest for Development Success: Bridging Theoretical Reasoning with Economic Practice", Rowman & Littlefield Lexington Books, Lanham - Boulder - New York - London.

- Kolodko, Grzegorz W., Walter McMahon (1987). "Stagflation and Shortageflation: A Comparative Approach", "Kyklos", Vol. 40(2), 176-197.
- Kolodko, Grzegorz W., Danuta Gotz-Kozierkiewicz, Elzbieta Skrzyszewska-Paczek, "Hyperinflation and Stabilization in Post Socialist Economies", Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht - London.
- Kolodko, Grzegorz W., D. Mario Nuti (1997). "The Polish Alternative: Old Myths, Hard Facts and New Strategies in the Successful Transformation of the Polish Economy", "Research for Action", 33, Helsinki: The United Nations University World Institute for Development Economics Research, WIDER (<https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/RFA33.pdf>; access 23.04.2021).
- Kornai János (1980). "Economics of Shortage", North-Holland, Amsterdam.
- Kornai, János (1982). "Growth, Shortage and Efficiency: A Macrodynamics Model of Socialist Economy", Basil Blackwell, Oxford.
- Kornai, János(1986). "The Soft Budget Constraints", "Kyklos", Vol. 39(1), 3-30.
- Kornai, János(1992), "The Socialist System: The Political Economy of Communism", Princeton University Press, New Jersey.
- Kornai, János(1998). "From Socialism to Capitalism: Eight Essays", Central European University, Budapest - New York.
- Kornai, János, Yingyi Qian(2009). "Market and Socialism: In the Light of the Experiences of China and Vietnam", Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire - New York.
- Laski, Kazimierz (1990). "The Stabilization Plan for Poland", "Wirtschaftspolitische Blätter", No. 5, 444-458.
- Lin, Justin Yifu (2004). "Lessons of China's Transition from a Planned to a Market Economy", „Distinguished Lectures Series", No. 16, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (<http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/lin.pdf>; access 25.04.2021).
- Lopez, Jose A., Kris James Michener (2018). "Uncertainty and Hyperinflation: European Inflation Dynamics after World War IÆ", "Working Paper 2018-06", Federal Reserve Bank of San Francisco (<https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2018-06.pdf>; access 27.04.2021).
- Mundell, Robert A. (1995). "Great Contractions in Transition Economies", paper prepared for the First Dubrovnik Conference on Transition Economies, Dubrovnik, June.
- Mundell, Robert A. (1996). "Inflation and Growth in the Transition Economies", w: Manuel Guitián, Robert A. Mundell, *op. cit.*, 100-106.
- NBP (2021). "Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków", Narodowy Bank Polski, Warszawa (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html; access 4.05.2021).
- Nuti, D. Mario (1986). "Hidden and Repressed Inflation in Soviet-Type Economies:

- Definitions, Measurements and Stabilization”, “Contributions to Political Economy”, Vol. 5, 37-82.
- Nuti, D. Mario (1990). “Crisis, Reform, and Stabilization in Central Eastern Europe: Prospects and Western Response”, w: “La Grande Europa, la Nuova Europa: Opportunità e Rischia, Monte dei Paschi di Siena, Siena.
- Nuti, D. Mario (2018a). “Kornai: Shortage versus Surplus Economies”, “Acta Oeconomica”, Vol. 68, No. 1, 85-98.
- Nuti, D. Mario (2018b). “The Rise and Fall of Socialism”, Dialogue of Civilizations Research Institute, Berlin (https://doc-research.org/2018/05/rise_and_fall_of_socialism/; access 23.04.2021).
- Podkaminer, Leon (1992). “Macroeconomic Policy for the Transitional Reforms in the Centrally-Planned Economies”, in: János M. Kovács and Marton Tardos (eds.), “Reform and Transformation in Eastern Europe: Soviet-type economics on the threshold of change”, Routledge, London and New York, 263-282.
- Popov, Vladimir (2006). “Shock Therapy Versus Gradualism Reconsidered: Lessons From Transition Economies After 15 Years of Reforms”, “TIGER Working Paper Series”, No. 82, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (<http://www.tiger.edu.pl/publikacje/TWPNo82.pdf>; access 23.04.2021).
- Popov, Vladimir (2014), “Mixed Fortunes: An Economic History of China, Russia, and the West”, New York, Oxford University Press.
- Portes, Richard (1977). “The Control of Inflation: Lessons from East European Experience”, “Economica”, Vol. 44(174), 109-129.
- Poznanski, Kazimierz (1996). “Poland’s Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth”, Cambridge University Press, Cambridge.
- Reinsdorf, Marshall B. (2020). “COVID-19 and the CPI: Is Inflation Underestimated?”, “IMF Working Paper”, WP/20/224, International Monetary Fund, Washington, DC (<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/11/05/COVID-19-and-the-CPI-Is-Inflation-Underestimated-49856>; access 24.04.2021).
- Rosati, Dariusz K. (1991). “The Polish Road to Capitalism: A Critical Appraisal of the Balcerowicz Plan”, “Thames Papers in Political Economy”, School of Social Sciences, Thames Polytechnic, London.
- Measuring Worth (2021). “What Was the U.K. GDP Then? The Historic Series”, “MeasuringWorth.com” (<https://www.measuringworth.com/datasets/ukgdpir/result.php>; access 27.04.202).
- Steiner, James E. (1982). “Disguised Inflation in Soviet Industry”, “Journal of Comparative Economics”, Vol. 3, 278-287.
- Thaler, Richard H. (2016). “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics”, W.W. Norton Company, New York.
- Thaler, Richard H., Cass R. Sunstein (2009). “Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness”, Penguin Books, London.

- US Inflation (2021). "US Inflation Rate by Year from 1929 to 2023", "The Balance" (<https://www.thebalance.com/u-s-inflation-rate-history-by-year-and-forecast-3306093>; access 23.04.2021).
- US GDP (2021). "US GDP by Year Compared to Recessions and Events", "The Balance" (<https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543>; access 23.04.2021).
- WDI (2021), "World Development Indicators", The World Bank, Washington, D.C. (<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#>; access 23.04.2021).
- WEO (2021a), "World Economic Outlook Update", International Monetary Fund, Washington, D.C., January (<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>; access 23.04.2021).
- WEO (2021b). "World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries", International Monetary Fund, Washington, D.C., April (<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>; access 24.04.2021).
- Wiles, Peter (1982). "Soviet Consumption and Investment Prices, and the Meaningfulness of Real Investment", "Soviet Studies", Vol. 34, 289-295.
- Williamson, John (2005). "Differing Interpretations of the Washington Consensus", "Distinguished Lectures Series", No. 17, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw (<http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/williamson.pdf>; access 13.05.2021).
- Winiecki, Jan (1991). "Costs of Transition That Are Not Costs: On Non-Welfare-Reducing Output Fall", "Rivista di Politica Economica", No. VI, 85-94.
- Wolf, Martin (2004). "Why Globalization Works", Yale University Press, New Haven and London.